



০৫

১০০

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

পুলিশী নিষাৎনের
প্রতিবাদে কর্মচারী
ধর্মঘট ৥ পরীক্ষা
হতে পারেনি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আবদুল মাম্মানের ওপর পুলিশী নিষাৎনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ধর্মঘটের কার্যে প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের নির্ধারিত পরীক্ষা গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কর্মচারীরা কাজে যোগ না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকগুলো তালাবদ্ধ ছিল এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে হাঁচাচলিও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(সেব পৃ: ৩-এর ক:খ:)

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

প্রায় তিন মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় একটি মোটর সাইকেল চুরির অভিযোগে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবদুল মাম্মানকে নিয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের পরেও পুলিশ তাকে ছেড়ে না দেয়ায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড: মুজিবুর রহমান তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্যাম্পাসে নিয়ে আসেন। পরে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। রাত সাড়ে বারোটার সময় উপাচার্য অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান তাকে দেখতে যান।

গতকাল ধর্মঘট চলাকালে কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শহীদ মিনারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড: মুজিবুর রহমান, ইউকলুর সহ-সভাপতি ইকবাল কবীর সাগর এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর, কর্মচারী ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রশিদ নিয়াসহ কর্মচারী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা পুলিশী নিষাৎনের তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘটনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

কর্মচারী ঐক্য পরিষদের এক জরুরী সভায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থগিত অভিযোগ যাচাই না করে একজন কর্মচারীকে কর্মরত অবস্থায় পুলিশের হাতে সোপর্দ করার গভীর কোভ ও নিন্দা প্রকাশ করা হয়।